ভারতমাতার
বস্ত্রহরণ

শ্রীমগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য এক আনা

ভারতমাতার বস্ত্রহরণ

মহাভারতে ঘটেছিল নারীর অপমান,
সভার মাঝে ফেলে নারীর বস্ত্রে দিল টান।
পঞ্চস্বামী সম্মুখে তার নীরব তাদের ভাষা,
কুরুর বধূ উঠ্‌ল কেঁপে নাই কোন আর আশা।
সেবার নাকি ভগবান স্বয়ং দিলেন দেখা,
বস্ত্র জোগান্ দ্রৌপদীর মহাভারতে লেখা।
সেই ভারতে আবার এসে যুদ্ধের দুঃশাসন,
বস্ত্রহরণ করে' নারীর কর্‌ছে নিপীড়ন।
এবার বুঝি ভগবান ফুঁক্‌ছে কোথায় গাঁজা,
কিম্বা চরস চণ্ডু টেনে খাচ্ছে গজা খাজা।
নয় ভগবান বুড়ো হয়েছে পঙ্গু হয়েছে বাতে,
আফিং খেয়ে ঝিমিয়ে কাটায় আফিংখোরের সাথে।
তাই বুঝি আজ ভারতবর্ষে নারীর অপমান,
লজ্জার বসন হারিয়ে কাঁদে,—কোথায় ভগবান
অন্নরেশন বস্ত্ররেশন পেষণ চলে ভাল,
গিন্নীর বদন সদাই এখন মেঘের মত কালো।
পূজোর সময় ফরমাস কত দশ হাত লেখা ফর্দ্দ,
ফির্‌তো স্বামী ঘাড়ে করে' কাপড়ের দোকান শুদ্ধ।
এবার পূজোয় ভীষণ ফাঁপর কাপড় কাপড় ক'রে,
যতই গিন্নী লাফাক ঝাঁপাক আছাড় খেয়ে যা'ক মরে'
বেনারসী কিন্‌তে মুণ্ডু ঘোরে, টাঙ্গাইলের দাম শুনে,
পেটের পিলে চম্‌কে ওঠে টাকা দিতে হ'লে গুণে।
তোয়ালে একটা কিন্‌তে গেলেও মুখ শুকিয়ে যায়,
তের পয়সার গামছা এখন তিন টাকা দাম চায়।
জুতো কিন্‌তেও এককুড়ি টাকা ছাতাতেও এককুড়ি,
কি আতঙ্ক আজ জাগিয়েছে দেশে যুদ্ধের জুজুবুড়ী।
বাতি জেলে জেলে রাতি কাটে ভাই, কেরোসিন নাহি মেলে,
গভীর আঁধারে ভারতমাতারে দেছে যেন ছুড়ে ফেলে।
সব সহ্য হয় না খেয়েও দিন কোনমতে যায় কেটে,
বস্ত্র অভাবে ভারতমাতার জল আসে চোখ ফেটে।

(৩)

শান্তিরামের বস্ত্রসঙ্কট

(হারাধনের দশটি ছেলের ছায়াবলম্বনে)

শান্তিরামের পাঁচটি ছেলে মেয়েও গোটা তিন,
নিজে ও স্ত্রী ধরে' দশজন কাটায় সুখে দিন।
শান্তিরামের বড় ছেলেটির কাপড় গেল ছিঁকে,
লজ্জায় সে যে কোথায় গেল এল না ঘরে ফিরে।
শান্তিরামের সংসারে আর ন'জন করে বাস,
সেজে ছেলেটি ন্যাংটাপ্রায়—কাট্‌ছে ঘোড়ার ঘাস।
অতি কষ্টে সে লজ্জা ঢেকে বেড়ায় ঘুরে ফিরে,
দুষ্ট গরু এক শিঙ গুঁতিয়ে তাও দিলগো ছিঁড়ে।
লজ্জায় তখন জঙ্গলে ঢুকে কাট্‌তে থাকে কাট,
ফিরলনা সে সংসারে আর রইল বাকি আট।
শান্তিরামের সেজে ছেলেটি এক কাপড়ে ছিল,
এমনি ঘুম ঘুমালো কাপড় চোরেই খুলে নিল।
লজ্জায় সেটি কোনরে জড়ায় ছিঁড়ে কলার পাত,
পালিয়ে গেল কোথায় সে যে সংসারে আর সাত।
শান্তিরামের ন' ছেলেটা বেচ্‌তে গেল এঁড়ে,
পরণে ছিল লুঙ্গি একটা ডাকাতে নিল কেড়ে।
এঁড়ে নিয়ে সে এঁড়ের মত গেল নাকো আর হাট,
গান গেয়ে সে বেড়ায় ঘুরে তেপান্তরের মাঠ।
শান্তিরামের সংসারে আর ছ'জন মাত্র রয়,
হাফ প্যাণ্ট-পরা ছোট ছেলেটি স্নান করতে যায়।
প্যাণ্ট খুলে সে পুকুরপাড়ে সাঁতার কাটে জলে,
বানর একটা প্যাণ্টটা নিয়ে লাফিয়ে গেল চ'লে।
বোকা ব'নে গেল ছেলেটি হাতটি দিল গালে,
বানরটাকে ধরতে বেড়ায় গাছের ডালে ডালে।
শান্তিরামের সংসারে আর পাঁচটি লোকের বাস,
রাঁধ্‌তে গিয়ে বড় মেয়েটির হ'ল সর্ব্বনাশ!
ছেঁড়া ধুল ধুল শাড়ীটা তার পুড়্‌লো আগুন লেগে,
ঘর ছেড়ে সে রাত্রিকালে কোথায় গেল ভেগে।

শান্তিরামের সংসারে আর রইল বাকি চার,
মেজে মেয়েটির ছেঁড়া কাপড় পরা চলেনা আর।
দীঘির জলে গলা ডুবিয়ে লজ্জা সেথায় ঢাকে,
কেমন ক'রে ফিরবে ঘরে ভগবানকে ডাকে।
শান্তিরামের সংসারে আর রইল বাকি তিন,
ফ্রগ প্যাণ্ট পরা ছোট মেয়েটি নাচে ধিন্ ধিন।
পাড়ায় ছিল দুষ্ট মেয়ে ঝগড়া বাধায় সেটি,
ছোট মেয়েটির ফ্রগ প্যাণ্ট ছিঁড়ে করল কুটি কুটি।
লজ্জায় তখন ছোট মেয়েটি হাত চাপা দেয় চোখে,
একছুটেতে বাড়ী গিয়েই জালার মধ্যে ঢোকে।
শান্তিরাম ও তার স্ত্রীর বুকে বাজ্‌লো বড়ই ব্যথা,
সংসারে আর দু'জন তারা জড়িয়ে থাকে কাঁথা।
স্ত্রীর পরণে ছেঁড়া কাঁথাটি বস্‌তে গিয়ে ফাটে,
শতছিন্ন সেলাই ক'রে ক'দিন বল কাটে?
শান্তিরামের বৌটি তখন ঢুক্‌লো ঘরে গিয়ে,
ঘর থেকে আর বেরোয়নাকো খিলটি দোরে দিয়ে।
শান্তিরামের সংসারে আর শান্তি দেয়না কেউ,
মনের দুঃখে শান্তিরাম কাঁদে ভেউ ভেউ।

* * * *

কত তপস্যায় কুড কমিটির কাপড় দু'খান মেলে,
ধুতি পর্‌ল শান্তিরাম ছেঁড়া কাঁথাটি ফেলে।
জানালা দিয়ে শাড়ী একখান বউকে দিয়ে এল,
তাই পরে' বউ খিলটি খুলে বাইরে কাজে গেল।
চিলে ফেল্‌ল ফ্রগ একটা কুড়িয়ে নিয়ে আসে,
জালায় ছিল মেয়েটি পরে' বাইরে এসে হাসে।
মেজে মেয়েটি দীঘির জলে গলা ডুবিয়ে আছে,
ধোপানী এক সেই দীঘিতে পরের কাপড় কাচে।
ধোপানী তারে কাপড় দিল বাঁচ্‌ল সে তাই পরে',
লজ্জা ঢেকে মান বাঁচিয়ে ফির্‌ল আবার ঘরে।

ষড় মেয়ের সই নাকি এক কাপড় দেছে তারে,
তাই পরে' সে বাড়ীতে আবার ফিরল চুপিসারে।
শান্তিরামের সংসারে পাঁচজনের লাজ ঘোচে,
আর পাঁচটির ভাবনায় তারা নয়নাশ্রু মোছে।
খুঁজ্‌তে বেরোয় ছেলেগুলো কোথায় তারা আছে,
ছোটকে দেখে বানর তাড়িয়ে বেড়ায় গাছে গাছে।
বানরটাকে মেরে তখন ছোটটি প্যাণ্ট পরে,
বীরের মত বুক ফুলিয়ে ফিরল নেচে ঘরে।
ন' ছেলেটা মাঠে মাঠেই ঘুরে বেড়াচ্ছে রোদে,
জংলী পোষাক পরায় তারে কোথাকার এক বেদে।
তাই পরে' সে ছুট্‌ল ঘরে এঁড়ের পিঠে চড়ে',
শান্তিরামের সংসারেতে সাতটি পাতা পড়ে।
শান্তিরামের মেজে ছেলেটি গোয়াল ঘরে গিয়ে,
লুকিয়ে ছিল গরুর দলে ফ্যান ঘাস জল খেয়ে।
গামছা কিনে পরিয়ে তারে আনতে হ'ল ঘরে,
শান্তিরামেরা আটজনেরা গল্পগুজব করে।
শান্তিরামের মেজে ছেলেটি লুকিয়ে ছিল ঝোপে,
ডাকাত দেখে কাট্‌ল তারে কুড়ুলের এক কোপে।
দস্যুর কাপড় পরে' তখন বাড়ীতে গেল ফিরে,
কি আনন্দ করে সবাই মেজো ছেলেকে ঘিরে।
শান্তিরামেরা ন'জন তারা মান বাঁচাল বটে,
বড় ছেলেটি রইল কোথায় কপালে কি যে ঘটে!
দিনে থাকে সে গাছের মাথায় রাত্রে বেরোয় পথে,
নারকেল শাঁসে পেট ভরিয়ে বাঁচে সে কোনমতে।
একদিন সে রাস্তায় দেখে পড়ে' আছে এক মড়া,
মড়ার কাপড় পরে' তখন বাঁচল হতচ্ছাড়া।
বড় ছেলেটি লজ্জা ঢেকে ফিরল আবার ঘরে,
শান্তিরামেরা দশজনেতে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এ দেশের মানুষ

অর্দ্ধোলঙ্গ নরনারীর এক বিরাট মিছিল জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে জমায়েত হয়েছে। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করে' তারা সকাতরে কাপড়ের জন্য জমিদারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে।

ওদের নগ্নদশা দেখে জমিদারের মেয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। করুণায় আর্দ্র হ'য়ে ছুটে গেল সে জমিদারের কাছে—বল্‌ল, বাবা! বাবা! ওদের এ বিপদে আপনি সাহায্য করবেন না? একবার গিয়ে চোখে দেখুন।

আট হাত খদ্দর-পরা জমিদার চরকায় সূতো কাটছিলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্‌লেন, ওদের জন্য তোমার প্রাণ কেঁদেই কেঁদেছে মা! কিন্তু আমি এক পয়সাও খরচ করতে রাজি নই।

জমিদারের মেয়ে বল্‌ল, কেন বাবা? দুর্ভিক্ষের সময় আপনি অন্নসত্র খুলে ওদের বাঁচিয়েছেন। কাপড় দিয়ে এবার ওদের নগ্নতা দূর করুন। আনন্দে আপনার জয়গান করতে করতে ওরা চলে' যাবে।

জমিদার বল্‌লেন, দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন দিয়েছি তার একমাত্র কারণ ধান বছরে একবার জন্মায়। যে জিনিস সর্ব্বদাই জন্মায় তা আমি দিতে রাজি নই—এটা ওরা ফাঁকিবাজি করে' নিতে চায়।

ব্যথিতভাবে জমিদারের মেয়ে বল্‌ল, না বাবা, ওরা বড় গরীব —বড় অসহায়। কাপড় মিল্‌লেও তার দাম দেবার শক্তি কারো নেই।

জমিদার বল্‌লেন, ওদের এখনও চিন্‌তে পারনি মা! চল তোমাকে চিনিয়ে দিচ্ছি।

জমিদার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সেই অর্দ্ধোলঙ্গ নর-নারীর দলের মধ্যে গিয়ে বল্‌লেন, তোমরা কি চাও?

সবাই হাতযোড় করে' বলল, একখানা করে' কাপড় দিয়ে আপনি দের লজ্জার হাত থেকে বাঁচান্ জমিদার বাবু! আপনার জয় হোক

জমিদার বললেন, সবাইকে আমি কাপড় দেব। কাল থেকে প্রত্যেকে সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধ্যার পরে এখানে আসবে সকলে যাতে মাসে মাসে কাপড় পাও তার ব্যবস্থা করবো।

অকস্মাৎ তুমুল হর্ষধ্বনি ও জয়ধ্বনির উচ্চ চীৎকারে জমিদার বাড়ীর আকাশ বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল। অধীর আনন্দে তারা যে যার বাড়ীতে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যার পরে জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে তারা দেখে, সারি সারি চরকা সাজানো আর ঝুড়িতে ঝুড়িতে রাশি রাশি পেঁজা তুলো। জমিদার বললেন, এই সব চরকায় তোমরা সুতো কাটো। আমি সকলকে শিখিয়ে দেব।

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। তারা বলে, আমাদের কাপড় কই? জমিদার বললেন, পাবে—আগে চরকায় সুতো কাটো। প্রত্যেকেরই একখানা কাপড়ের সুতো প্রস্তুত হ'লে আমি তাঁতে বুনিয়ে দেব। প্রথম কাপড়খানার জন্য কারও এক পয়সাও ব্যয় হ'বে না। দ্বিতীয়বার থেকে শুধু তুলোর দাম আর তাঁতে বোন্‌বার মজুরীটা দিলেই কাপড় পাবে। কিন্তু সুতোটা তোমাদের কেটে দিয়ে যেতে হ'বে। অল্প পয়সাতেও কাপড় পাবে, তোমাদের কাপড়ের কষ্টও থাক্‌বে না।

বিমর্ষভাবে সকলেই সেখানে ব'সে পড়্‌ল। খানিকক্ষণ তারা চরকা নাড়া-চাড়া ক'রে ঘরর ঘরর ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে একে একে স'রে' পড়্‌ল। দুই একদিন কেউ কেউ এল, তারপর কেউ ই এল না।

জমিদার বললেন, দেখ্‌লে মা! এরা শুধু দান চায়—সময়ের মূল্য দেবার মত প্রাণ কারো নেই। সন্ধ্যার পরে পরচর্চ্চায় অসৎ আড্ডায় কাল কাটাবে, তবু একটু চরকায় সুতো কাট্‌তে রাজি নয়।

জমিদারের মেয়ে বলল, সত্যি বাবা, সব বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু আপনার নিন্দা করবে ওরা—সহ্য করতে পারব না আমি।

জমিদার বললেন, তা আমি জানি। তাই ওদেরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নয়, তোমার কোমল প্রাণ আনন্দে ভরিয়ে তোলবার জন্য সে ব্যবস্থা করে' রেখেছি। বহু ব্যয়ে কাপড় সংগ্রহ করতে দিয়েছি। তুমি স্বহস্তে ওদের সবাইকে দান ক'রো।

সত্য সত্যই জমিদার বাড়ীতে কাপড় বিতরণ হ'বে শুনে নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলেই আবার দলে দলে এসে ভিড় জমাতে থাকল। তারপর একে একে প্রত্যেকেই একখানা করে' কাপড় পেয়ে গেল, জয়ধ্বনির মধ্যে পক্ষী পতঙ্গ তাড়িয়ে আপন আপন ঘরে ফিরল।

জমিদার বললেন, এই হচ্ছে এ দেশের মানুষ।

খাবার ও শালপাতা

সবাই আবার করবে বিয়ে বউ মরেছে তিনটে,
নইলে গাঁজার কল্‌কে নিত লোটা ও একটা চিম্‌টে।
কনে জুটেছে 'সোনামুখী' নাকটা যেমন চ্যাপ্টা,
ঠোঁট-কাটা আর দাঁত-বেরুনো ছানি-পড়া চোখ একটা।
বিয়ের কাপড় কিনতে গদাই ঘোরে সারা দেশটা,
ষ্টাণ্ডার্ড ক্লথ তাও মেলেনা এম্নি ভাগ্য কপালটা।
টোপর মাথায় দিয়ে তখন গামছা একটা পরে',
বিয়ে করতে গেল গদাই গাধার পিঠে চড়ে'।
উলুধ্বনি আর শাঁক বাজ্‌লো কনের বাপের বাড়ী,
গদাই দেখে বউ পরেছে শালপাতার এক শাড়ী।
হাকড়া-পরা-শ্বাশুড়ী এসে জামাই বরণ করে,
আনন্দেতে লাফায় শ্বশুর চটের ল্যাঙট পরে'।
বউকে নিয়ে কাঁধে করেই ফিরল গদাই ঘরে,
বাঁশের মাচায় ফুল ছড়ালো ফুলশয্যার তরে।
পাড়ার লোকে বলে গদাই ঠোঙ্গায় মোড়া কি?
সবাই করে কাড়াকাড়ি গদাই বলে ছিঃ!
খাবার বটে আছে একটা শালপাতাতে মোড়া,
ভাগ বসাতে চেওনা কেউ ফচ্‌কে যত ছোঁড়া!
সোনামুখী বলে শোন গদাই, কাপড় যদি না পাই,
যেথায় আমি কাপড় পাব সেথায় যেতে চাই।
গদাই গেল খুঁজ্‌তে কাপড় ভোঁদাই তখন এসে,
সোনামুখীকে কাপড় পরিয়ে পড়্‌লো দু'জন ভেসে।
গদাই এসে বউকে খুঁজে পায়না কোন ঠাঁই,
শালপাতাটাই পড়ে' আছে খাবার তাতে নাই।

মফঃস্বলে এই পুস্তক বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট চাই। নিম্ন ঠিকানায় অগ্রিম ২০৲ টাকা পাঠাইয়া এজেন্সি লইলে হাজার হাজার পুস্তক পার্শ্বেলে পাঠানো হয়। বিক্রয় করিয়া প্রতি শত ৪৲ টাকা হিসাবে আমাদের নিকট পাঠাইতে হইবে।

প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। "সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" ১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।